দৈনিক খবর

054

তারিখ ... 02 AUG 1988

স্থানীয় প্রশাসনের খামখেয়ালীপনা

মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অরাজক পরিস্থিতি

॥ খবর রিপোর্ট ॥

স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন প্রকারের চাপ, অন্যায় সিদ্ধান্ত হুমকি এবং খামখেয়ালীপনার কারণে মফস্বল এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা পরিদফতরে নিয়মিতভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে এই মর্মে অভিযোগ আসছে যে, স্থানীয় প্রশাসনের অযৌক্তিক এবং অন্যায় সিদ্ধান্তের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

মফস্বল এলাকার বিভিন্ন কলেজের গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি হিসেবে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের সাথে যে ব্যবহার করছেন তাতে শিক্ষকদের সম্মানের সাথে কাজ করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে এ ধরনের অনেক অভিযোগ আসছে যে, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা শিক্ষকদের ন্যূনতম সম্মানতো করছেনই

৭-এর পাতায় দেখুন

মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অপদস্তও হতে হচ্ছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসকেরা কলেজ গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি হিসেবে অধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন, এই ধরনের অভিযোগও কম নেই। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মত কর্মকর্তাকেও 'স্যার' বলে সম্বোধন করতে হয় একজন সম্মানীত অধ্যক্ষকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক (ক্ষতি হওয়ার আশংকায়) একজন কলেজ অধ্যক্ষ এই প্রতিবেদককে ক্ষোভের সাথে জানিয়েছেন যে, গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে তিনি মধ্যাহ্ন ভোজের পর হাত ধোয়ার পানি নিজ হাতে ঢেলে দিয়েছেন। কেন এ কাজ করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে অধ্যক্ষ জানান যে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে খুশী করার জন্য তিনি এ ধরনের অপমানজনক কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। মফস্বল এলাকার কলেজগুলোতে অনেক সমস্যা থাকে, থাকে অনেক অনিয়মও। স্থানীয় প্রশাসনকে খুশী রাখতে না পারলে কলেজ চালানো মুশকিল হয়ে পড়ে। "সব কিছু বিবেচনা করে আমাদের অনেক অপমান সহ্য করতে হয়।" অধ্যক্ষ সাহেব ক্ষোভের সাথে বলেন, "শিক্ষকরা সমাজের সব চাইতে সম্মানীত ব্যক্তি— এ শ্লোগান এখন আর আমি বিশ্বাস করি না।"

স্থানীয় প্রশাসনের খামখেয়ালীপনা ও অযৌক্তিক কার্যকলাপের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া গেছে রাজবাড়ী জেলার পাংশা কলেজের ক্ষেত্রে। পাংশা কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে উপজেলা ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর হতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ করে আসছেন। কিন্তু গত ২রা জুলাই তারিখে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসক এক পত্রের মাধ্যমে হঠাৎ করে ঘোষণা করেন যে, পূর্বের জারিকৃত সকল আদেশ রহিত করে এখন হতে তিনি কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে কাজ করবেন।

জেলা প্রশাসকের এ আদেশ পাওয়ার পরে কলেজ কর্তৃপক্ষ মুশকিলে পড়েন। এ আদেশ বিধিসম্মত কি-না তা জানতে চেয়ে অধ্যক্ষ মহোদয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে একটি পত্র লেখেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৭ই জুলাই তারিখে (কলেজ পরিদর্শক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ব্যাখ্যা দেন যে, "যেহেতু কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত হইবেন বিধায় কলেজ গভর্নিং বডির সংগঠন সংক্রান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর প্রথম স্টাটিউস্টস্-এর ৩১(২) ধারা মতে জেলা প্রশাসকের এই আদেশ বৈধ নয়।" এ ব্যাখ্যার অনুলিপি জেলা প্রশাসক ও কলেজ অধ্যক্ষের কাছে পাঠানো হয়।

কিন্তু জেলা প্রশাসক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ব্যাখ্যা মানতে রাজী না হয়ে গভর্নিং বডির সভা আহবান করেন। এ সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের পরিপন্থী বিধায় অধ্যক্ষ মহোদয় তা বাতিল ঘোষণা করেন। এতে জেলা প্রশাসক রাগান্বিত হয়ে অধ্যক্ষকে অপসারণ করেন এবং একজন প্রভাষককে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেন। তিনি অধ্যক্ষের কাছ থেকে অফিসের সকল চাবিও নিয়ে নেন। তারপর জেলা প্রশাসকের নির্দেশে পাংশা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ২ ঘন্টার নোটিশে অধ্যক্ষের পরিবারকে কলেজের বাসা হতে বের করে দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।